ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
১২.	**সরকারী হিসাব হতে চেক প্রদানক্ষম অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি**	(১) অনুমোদিত ও পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী গ্রহণক্রমে ব্যয়িত অর্থের উপর ভিত্তি করে এবং উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রেখে তৃতীয় কিস্তি পর্যন্ত চেক ইস্যু করতে এবং প্রতি চেকের অপর পৃষ্ঠায় বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত আছে এই মর্মে চেক উত্তোলনকারীকে প্রত্যয়ন করতে হবে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের ১২/১২/৯২ ইং তারিখের অম/অবি/বা-৩/বিবিধ-১/৯২/৭১৫ নং স্মারকের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। (২) অননুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন এবং অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত পূর্বে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না বা চেক প্রদান করা যাবে না। (৩) বাজেট বহির্ভূত অতিরিক্ত এবং অননুমোদিত কোন ব্যয় মোটানোর জন্য চেক ইস্যু করা যাবে না। (৪) জিওবি, আরপিএ সরকারের মাধ্যমে, স্থানীয় ভ্যাট/ট্যাক্সের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। (৫) যে সকল সরকারী দপ্তর/সংস্থার বাংলাদেশ ব্যাংকের রক্ষিত সরকারী একাউন্টের অনুকূলে চেক ইস্যুইং ক্ষমতা রয়েছে তাদেরও ক্রমিক নং ৪ এ উল্লিখিত ডসা, সেফ, ইমপ্রেষ্ট, কোনটাসা হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। (৬) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ অনুসারে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে চতুর্থ কিস্তি সহ যে কোন কিস্তির অর্থ এপ্রিল - জুন (সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের) সময়ে অবমুক্ত করা যাবে। এককালীন (১ম-৪র্থ কিস্তি) কোন অর্থ অবমুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।		(১) সংলগ্নী -১ ও ২ অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিভাজন এবং অর্থ অবমুক্তির আদেশ জারী করবে। (২) চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট অথরিটি কোন চেক প্রদান করলে বাংলাদেশ ব্যাংক সে চেকের বিপরীতে কোন টাকা উত্তোলনে সম্মতি দিবে না। অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের একটি কপি বাংলাদেশ ব্যাংকে (সরকারী হিসাব বিভাগে) প্রেরণ করতে হবে। (৩) এছাড়াও সংলগ্নী -১৮ ও ১৯ অনুসরণ করতে হবে।
১৩.	**বেসরকারী সংস্থা/ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের অর্থ অবমুক্তি**	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ (৫) নং কলামে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে দুই কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। (২) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জানুয়ারী - জুন সময়ে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির বরাদ্দ, অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ছাড় করা যাবে। (৩) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে ৪র্থ কিস্তির অর্থ অবমুক্তিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সম্মতি এবং জানুয়ারী - জুন সময়ে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ে অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।	(১) কিস্তি ভিত্তিক বরাদ্দ এবং যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড় করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। (২) অননুমোদিত প্রকল্পের প্রথম-তৃতীয় কিস্তির অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে চতুর্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে।	(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট চার কিস্তিতে অর্থ অবমুক্ত করতে হবে। (২) পূর্ববর্তী কিস্তির অর্থ ব্যয় ও ব্যবহারের হিসাব ও প্রত্যয়ন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তরের মাধ্যমে সি. এ. ও. অফিসে দাখিলের পর পরবর্তী কিস্তির অর্থ থোক হিসেবে অবমুক্ত করা যাবে। (৩) যাবতীয় বিল -ভাউচার বিধি অনুযায়ী নিরীক্ষিত হতে হবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তরে দাখিল করতে হবে।